দৈনিক
ইনকিলাব

9 MAY 2003

বই কেনা ঃ অনিয়ম-দুর্নীতির মূলোৎপাটন চাই

শিক্ষাকে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত হিসেবে গ্রহণ করেছে। বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বাধিক বরাদ্দ এর প্রমাণ দেয়। শিক্ষাকে অন্যান্য খাত অপেক্ষা অধিক গুরুত্ব প্রদান এবং বাজেটে সেই গুরুত্ব অনুযায়ী বরাদ্দ নির্ধারণের মূল লক্ষ্য স্বল্পতম সময়ে জাতিকে একটি শিক্ষিত জাতিতে রূপান্তর করা। কারণ, এটাই প্রতিষ্ঠিত সত্যি যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত। প্রত্যাশিত জাতীয় উন্নয়ন-অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হলে জাতিকে শিক্ষিত জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া কোন পথ নেই। এই লক্ষ্য ও বিবেচনা সামনে রেখে সরকার গণশিক্ষার ওপর যেমন বিশেষ জোর দিচ্ছে, তেমনি জোর দিচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার ওপর। অনুরূপ গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে নারী শিক্ষার ওপর। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষাকে আলাদা গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। উচ্চ এবং পেশাভিত্তিক শিক্ষার প্রসারে যথাযথ নজর দেয়া হচ্ছে। অন্যদিকে পরীক্ষাকেন্দ্রিক নকল প্রতিরোধ, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার মান বৃদ্ধি, ভুয়া ও নিষ্ফলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর নজরদারি বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকার কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ নিয়েছে এবং আরও কিছু পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে। শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এসব কর্মসূচী, ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ জাতীয় অগ্রাধিকারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

শিক্ষা সম্পর্কিত সরকারের যাবতীয় কার্যক্রম ও উদ্যোগ পরিচালনা ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওপর ন্যস্ত। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এর দফতর অধিদফতরগুলো সরকারের পক্ষে এ দায়িত্ব পালন করে থাকে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপ ও উদ্বেগের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি, অনেক ক্ষেত্রেই অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে পালিত হচ্ছে না। এক সময় শিক্ষা খাতকে সবচেয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতিমুক্ত খাত হিসেবে উল্লেখ করা হতো। এখন সর্বাধিক অনিয়ম ও দুর্নীতি কবলিত খাতের মধ্যে শিক্ষা খাতের নামও যুক্ত হয়েছে। নিয়োগ-বদলী থেকে শুরু করে ক্রয়, নির্মাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে যথেচ্ছ অনিয়ম, দুর্নীতি হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ করে ক্রয় ক্ষেত্রে অনিয়ম-দুর্নীতি ও লুটপাট সীমা ছাড়িয়ে গেছে। টাকা-পয়সার বিনিময় ছাড়া না কি শিক্ষা খাতের কোথাও কিছু হয় না। শিক্ষা খাতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও পর্যায়ে অনিয়ম-দুর্নীতি, লুন্ঠন ইত্যাদি নিয়ে এ পর্যন্ত কম কথা হয়নি। পত্র-পত্রিকায় এ সংক্রান্ত খবরাখবর প্রায়ই প্রকাশিত হতে দেখা যায়। কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই প্রতিকার হয়। একটি সংঘবদ্ধ দুর্নীতিবাজ ও লুটেরাচক্র এই খাতের বিভিন্ন বিভাগ ও শাখা-প্রশাখায় মৌরুসী পাট্টা নিয়ে স্থায়ী আসন পেতে বসে আছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এদের নড়ানোর কোন উপায় নেই। এদের অপকর্মের ক্ষতি থেকে নিস্তার পাওয়ারও পথ নেই। এই দুর্নীতিবাজ ও লুটেরা চক্রের সর্বশেষ অপকর্মের যে অভিযোগটি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তা একাধারে উদ্বেগজনক ও অভাবিত। প্রকাশিত খবরের সূচনা বাক্যে বলা হয়েছে: 'নির্বাচিত মাধ্যমিক (সরকারী-বেসরকারী) উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রায় সাড়ে ৯ কোটি টাকার বই ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে'। এরপর তথ্যবিবরণ যা তুলে ধরা হয়েছে, তাতে বানরের পিঠা ভাগের প্রবাদটিই সত্য হয়ে উঠেছে। জানা গেছে, নির্ধারিত সাড়ে ৯ কোটি টাকার বই কেনার জন্য ২১৭টি বই নির্বাচন করেছে সংশ্লিষ্ট বাছাই কমিটি। ইতোমধ্যে নির্বাচিত বইগুলো কেনার জন্য টেন্ডার আহবান করা হয়েছে এবং সিডিউল বিক্রিও শুরু হয়েছে। তালিকা প্রকাশের পর লেখক-প্রকাশকসহ বিভিন্ন মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। তালিকা সম্পর্কে যেসব অভিযোগ উঠেছে তা হলো ঃ ১. প্রকল্পটি মাধ্যমিক শ্রেণীর জন্য হলেও তালিকায় উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ৪৬টি বই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ২. তালিকায় পাইরেট বইয়ের সংখ্যা ১১টি। এসব বই ভারত থেকে প্রকাশিত। ৩. ২০০২ সালের জানুয়ারীতে প্রকাশিত শ্বেতপত্রে কালো তালিকাভুক্ত ৮টি প্রকাশনীর বই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ৪. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রকাশিত ১৬টি বইয়ের নাম তালিকায় রয়েছে। স্কুল পাঠ্য বই প্রকল্পের অর্থে কিনে স্কুলে পাঠানোর ব্যাপারে সঙ্গত প্রশ্ন উঠেছে। ৫. অজ্ঞাত অপরিচিত লেখকদের বই তালিকাভুক্ত হয়েছে। অথচ বহু বিখ্যাত লেখকের বই তালিকায় নেই। ৬. অনুরূপভাবে অজ্ঞাত-অখ্যাত প্রকাশকদের বই তালিকায় স্থান পেয়েছে। ৭. রাজনীতিসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বই কেনার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এই অভিযোগগুলো থেকে এটা স্পষ্ট যে, বই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে স্বীকৃত নীতিমালা অনুসৃত হয়নি। যথেচ্ছাচার হয়েছে। দুর্নীতি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নিছক বাছাই কমিটিই দায়ী, নাকি সংশ্লিষ্ট অন্যরাও দায়ী তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। খবর মোতাবেক এই অনিয়ম-দুর্নীতির সঙ্গে রাজনীতিসংশ্লিষ্ট লেখক-প্রকাশক এবং প্রকল্পসংশ্লিষ্ট কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারীরাই দায়ী। মাত্র সাড়ে ৯ কোটি টাকার বই কেনা নিয়ে যেখানে এ ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি হয় সেখানে হয় শত শত কোটি টাকা ব্যয়ে শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে কি হয় বা হতে পারে সহজেই অনুমান করা যায়। শিক্ষিত জাতি গড়ার কথা বলা হবে এবং এজন্য বিভিন্ন কর্মসূচী ও প্রকল্প নেয়া হবে অথচ কর্মসূচী ও প্রকল্পের অর্থের বিরাট অংক গায়েব হয়ে যাবে, এই বৈপরীত্য চলতে পারে না। সরকারের সদিচ্ছা সম্পর্কে প্রশ্নের অবকাশ নেই। কিন্তু এরূপ অন্যায়, অপকর্ম, অনিয়ম, দুর্নীতি বহাল থাকলে জনগণের মধ্যে কি এই আস্থা কখনো জন্মাবে যে, জাতি হিসাবে আমরা শিক্ষিত হয়ে উঠবো? অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে একদিন জনগণ সরকারের সদিচ্ছা নিয়েও হয়তো প্রশ্ন তুলবে। আমরা নিন্দনীয় ও গর্হিত সকল কাজ এবং অনিয়ম ও দুর্নীতির ত্বরিত অবসান চাই। আমরা দাবী করবো, বই কেনা সংক্রান্ত অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। তার আগেই এ সম্পর্কিত চলমান কার্যক্রম স্থগিত করতে হবে। আমরা চাইবো, অনিয়ম-দুর্নীতির শিকড় যত গভীরে প্রথিত হোক এবং ডালপালা যত উর্দ্ধে উত্থিত থাক, তা যতই শক্তিশালী হোক, উৎপাটন করতে হবে। এর সঙ্গে যারা জড়িত তারা যেই হোক না কেন, তাদের অবশ্যই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।